Made by

Animesh Ghosh, CEO, Fuck My Life Inc.

প্রশ্ন ঃ দ্রব্য সম্পর্কে লক ও বার্কলের মত আলোচনা করো।

উত্তর ঃ ভূমিকা ঃ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরা হলেন লক্, বার্কলে। এঁরা অভিজ্ঞতাবাদী হলেও দ্রব্য বিষয়ে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। দ্রব্য বিষয়ে তাঁদের মতামত নিচে আলোচনা করা হল—

লকের দ্রব্য তত্ত্ব ঃ লকের মতে, আমাদের সকল ধারণা আসে সংবেদন ও অন্তর্দর্শন থেকে। তিনি বলেন, সংবেদনে আমরা নানা গুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হই। কিন্তু এই গুণগুলি আশ্রয়হীন হয়ে থাকতে পারে না। তাই গুণের আধার রূপে দ্রব্য কল্পিত হয়। লক বলেন, 'দ্রব্যের স্বরূপ কি তা আমি জানি না।' লক তিন ধরনের দ্রব্য স্বীকার করেছেন। জড় দ্রব্য, মন বা আত্মা এবং ঈশ্বর। লক মনে করেন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বাহ্যগুণের আধার রূপে জড় দ্রব্য স্বীকার্য। সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার আধার রূপে মন বা আত্মাকে স্বীকার করতে হবে। আবার সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমান প্রভৃতি গুণের আধার রূপে ঈশ্বর দ্রব্য স্বীকার করতে হবে।

লকের মতে গুণ প্রধানত দুই প্রকার। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণ বস্তু ধর্মী। যেমন—ঘনত্ব, আকার প্রভৃতি। গৌণগুণগুলি ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন। যেমন—বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি। এছাড়াও মুখ্য গুণের বিন্যাসে বস্তুতে এক প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তিকে লক তৃতীয় প্রকার গুণ বলেছেন। এই গুণের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ানুভব না হওয়ায় এর ধারণা আমরা পাই না। যেমন—একটি মোমের টুকরোকে তরল করার শক্তি যে আগুনে রয়েছে,তা ইন্দ্রিয়গোচর না হওয়া মোমের টুকরোটির আকার, আয়তন ও গঠনগত পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা হয়।

বার্কলের দ্রব্যতত্ত্ব ঃ বার্কলে বলেন অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তার অস্তিত্ব আছে, যা প্রত্যক্ষ করি না তার অস্তিত্ব নেই। গুণ প্রত্যক্ষ হয় বলে গুণ আছে। গুণের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয় না, তাই দ্রব্য নেই।

বার্কলে বলেন দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি। আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গুণকে প্রত্যক্ষ করি। গুণের আধার রূপে দ্রব্যকে পাই না। যেমন—একটি জবাফুলকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা তা থেকে পাই জবা ফুলের পাপড়ি, রঙ, সবুজ বৃন্ত ইত্যাদি। এগুলি জবা ফুলের গুণ। কিন্তু এর বাইরে দ্রব্য বলে কিছু আছে কিনা তা আমরা জানি না।

বার্কলে জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও মন বা আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন জড় দ্রব্য সবেদনের সমষ্টি মাত্র। আর এই সংবেদন প্রত্যক্ষ মন বা আত্মাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। তাই আত্মা বা মনের অস্তিত্বকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল। জড় দ্রব্য হল ঈশ্বরের মনের ধারণা। তাই বার্কলে ঈশ্বর ও মনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি।